দৈনিক সংবাদ

৭৭

তারিখ ... 03 SEP 1989
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

142

টি,টি কলেজ ছাত্রী নিবাসের সমস্যা প্রসংগে

গত ১০ই ভাদ্র আমাদের প্রিয় পত্রিকা দৈনিক 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত 'টি, টি কলেজ ছাত্রী নিবাসে সমস্যা' প্রসঙ্গে আমার আরো কিছু বক্তব্য আছে। জনৈক সহৃদয় অভিভাবকের উল্লেখিত সমস্যাগুলোর সাথে আরো কিছু উদ্ভূত সমস্যার কথা যোগ করা দরকার। চিঠিতে লেখা ছিল, প্রতি কক্ষে ৩টি বাল্ব, ৩টি লকার, অথচ আসন ৪ জনের। সম্প্রতি প্রতি কক্ষে আরো ১জন করে ছাত্রী রাখার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে ৮টি কক্ষে ৫টি করে আসন দেয়ার কাজ শেষ হয়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছাত্রীরা ৩জনের কক্ষে ৫জন থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। কক্ষে এখন হাঁটার জায়গাটুকুও নেই, আলনা ব্যবহারের চিন্তাই করা যাচ্ছে না। প্রতিবাদ করেও লাভ হচ্ছে না। সমস্যা আরো আছে। ছাত্রীনিবাসে কেবলমাত্র সুপারিনটেনডেন্টের থাকার কথা। কিন্তু অতিরিক্ত ৩ জন শিক্ষক ৪ তলা ভবনের গোটা একটি তলাই দখলে রেখেছেন। ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা না করে সেখানে শিক্ষকদের জায়গা বরাদ্দ কি কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনা নয়?

বাইরে থেকে জ্বালানি কাঠ কিনে নিয়ে মেয়েদের পক্ষে মেস পরিচালনা যেমনি ঝামেলাপূর্ণ তেমনি ব্যয়বহুল। পাশাপাশি ছেলেদের হোস্টেলে গ্যাস আছে। মেয়েদের প্রতি এত অবহেলা কেন? এ সমস্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধানকল্পে আমি কর্তৃপক্ষের প্রতি নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সুবিবেচনার জন্য উত্থাপন করছি।

(এক) অবিলম্বে ছাত্রী নিবাসের গ্যাস লাইনে গ্যাস সরবরাহ করা হোক।

(দুই) সকালের নাস্তা তৈরী করার জন্য কক্ষে হিটার ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হোক।

(তিন) ছাত্রীনিবাসে সারাক্ষণ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হোক।

(চার) তিনজনের স্থলে পাঁচজনের আসন প্রদান বাতিল করা হোক।

(পাঁচ) সুপারিনটেনডেন্ট ব্যতীত বাকী শিক্ষকদের স্থানান্তরিত করে সমস্যা জড়িত ছাত্রীদের থাকার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হোক।

জনৈকা প্রশিক্ষণার্থী
১৯৮৯-৯০ সেশন
টি, টি, কলেজ, ঢাকা।